গাংনীতে বিএনপি ও সতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বর্জন

ইভিএম এ কারসাজি ও এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগে গাংনী পৌর সভা নির্বাচন বর্জন করেছেন বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ও সতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম।
শনিবার দুপুর ২টার দিকে গাংনী পৌরসভার ৬ নম্বর কেন্দ্র পরিদর্শন ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম ও দুপুর আড়াইটার দিকে ৩নম্বর ওয়ার্ড কেন্দ্র থেকে বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।
এসময় আশরাফুল ইসলাম বলেন, ইভিএম এ প্রথম অবস্থায় সব প্রতিক দেখা যাচ্ছে না। যখন এটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তখন সব প্রতীক দেখা যাচ্ছে। ফলে ইভিএম নিয়ে জনগণের মধ্যে যে ধারণা ছিল তা সঠিক হয়েছে। এনির্বাচন প্রহসনের নির্বাচন। উর্ধতন মহলের নির্দেশে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও রির্টানিং কর্মকর্তা এ ধরণের প্রহসনের নির্বাচন পরিচালনা করছেন। বারবার জেলা প্রশাসন ও রির্টানিং কর্মকর্তাকে বলার পরও তারা কোন ব্যবস্থা নেননি। এছাড়া পৌর ১, ২,৩,৮ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমাদের এজেন্ট দের বের করে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে এ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
অপরদিকে দুপুর আড়াইটার সময় বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ৩ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন শেষে তিনিও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে ‘ভেড়া’ উপাধি দিয়ে নিবার্চন বর্জন করেন। তিনি বলেন, ৯টি কেন্দ্রের অধিকাংশ কেন্দ্র থেকে আমাদের এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকাল থেকে এ ধরণের ঘটনা দেখছি। রির্টার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাই এই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
এদিকে, বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, গাংনী পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ডের ৯টি ভোট কেন্দ্রের ৬১ টি বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল ৮ টা থেকে। ভোট কেন্দ্রে ও আশ পাশ এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন থাকলেও সরকার দলীয় প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়। নৌকা প্রার্থীর ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট দিলেও অন্যান্য প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন নি বলে অনেক ভোটার অভিযোগ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে বাধা দেয়া হয়েছে। আবার ভোট

কেন্দ্রে ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে পোলিং অফিসার সরকার দলীয় প্রার্থীর নৌকা মার্কাতে ভোট নিয়ে নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, ভোটারদের উপস্থিতি একেবারই কম। কোন কেন্দ্রেই ধানের শীষ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টকে পাওয়া যায় নি। আবার বিএনপি সমর্থিত কোন ভোটারেরও দেখা মেলেনি। কোন কোন কেন্দ্রে এজেন্টদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র ও বিএনপি সমর্থীত প্রার্থীর ভোটারগণ। কোন কোন কেন্দ্রে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কির ঘটনা ঘটেছে।
গাংনী সরকারী বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা প্রার্থীর সমর্থক মজিরুল ও মিলনের সাথে কাউন্সিলর প্রার্থী মিজানুর রহমানের বাক বিতন্ডা ও ধাক্কা ধাক্কির ঘটনা ঘটে। ওই কেন্দ্রে পোলিং অফিসার মিজানুর রহমান ভোটারদের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে সরকার দলীয় প্রার্থীর নৌকা মার্কায় ভোট প্রয়োগ করছেন। এ ব্যাপারে পোলিং অফিসার কোন স্বদুত্তোর প্রদান করেন নি। একই ভাবে ভোট চলছিল ৯টি কেন্দ্রে।

আজ দ্বিতীয় ধাপে ৬০ পৌরসভায় ভোট

দেশে চলমান পৌর নির্বাচনে আজ শনিবার দ্বিতীয় ধাপে ৬০টি পৌরসভায় ভোট নেওয়া হবে। সকাল আটটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ৬০ পৌরসভার মধ্যে ২৯টিতে ভোট নেওয়া হবে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) এবং ৩১টিতে ব্যালটের মাধ্যমে।

ইভিএমের মাধ্যমে ভোট হবে দিনাজপুরের জেলার বীরগঞ্জ, বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও সান্তাহার, নওগাঁর নজিপুর, রাজশাহীর কাকনহাট ও আড়ানী, নাটোরের নলডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, পাবনার ফরিদপুর, মেহেরপুরের গাংনী, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, ঝিনাইদহের শৈলকুপা, বাগেরহাটের মোংলা পোর্ট, মাগুরার মাগুরা, পিরোজপুরের পিরোজপুর, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী, ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া,

নেত্রকোনার কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, ঢাকার সাভার, নরসিংদীর মনোহরদী, নারায়ণগঞ্জের তারাব, শরীয়তপুরের শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর, কুমিল্লার চান্দিনা, ফেনীর দাগনভূঞা, নোয়াখালীর বসুরহাট, খাগড়াছড়ির খাগড়াছড়ি এবং গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভায়।

আর ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি, উল্লাপাড়া, সদর ও রায়গঞ্জ, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, কুষ্টিয়ার সদর, ভেড়ামারা ও মিরপুর, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও সদর, দিনাজপুর সদর ও বিরামপুর, পাবনার ভাঙ্গুড়া, সাথিয়া ও ঈশ্বরদী, রাজশাহীর ভবানীগঞ্জ, সুনামগঞ্জের সদর ও ছাতক, হবিগঞ্জের মাধবপুর ও নবীগঞ্জ, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, নাটোরের গুরুদাসপুর ও গোপালপুর, বগুড়ার শেরপুর, বান্দরবান জেলার লামা এবং কিশোরগঞ্জ সদর পৌরসভায়।

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে পুলিশ, এপিবিএন ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সমন্বয়ে মোবাইল ফোর্স, স্ট্রাইকিং ফোর্স ও র্যাব মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি পুলিশ ও আনসার সদস্যও মাঠে থাকবেন।

ভোটার সংখ্যা এক লাখের বেশি যেসব পৌরসভায়, সেখানে চার প্লাটুন, ৫০ হাজারের বেশি হলে তিন প্লাটুন, ১০ হাজারের বেশি হলে দুই প্লাটুন এবং ভোটার সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে হলে এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন থাকবে ভোটের দিন।

দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভার তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু নীলফামারীর সৈয়দপুরে মেয়র পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী (নারিকেল গাছ প্রতীক) মো. আমজাদ হোসেন সরকারের মৃত্যুতে এ পৌরসভার ভোট স্থগিত করা হয়।

দেশের ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে প্রথম ধাপে গত ২৮ ডিসেম্বর ইভিএমে ভোট হয় ২৪টি পৌরসভায়। দ্বিতীয় ধাপে আজ ভোট হচ্ছে ৬০ উপজেলায়। তৃতীয় ধাপে ৬৪টি পৌরসভায় ৩০ জানুয়ারি এবং চতুর্থ ধাপে ৫৬টি পৌরসভায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোট নেওয়া হবে।

কে হচ্ছেন গাংনীর পৌরপিতা, ভাগ্য নির্ধারণ আজ

কে হচ্ছেন গাংনীর নতুন মেয়র। আওয়ামী লীগের আহম্মেদ নাকি স¦তন্ত্র আশরাফুল, নাকি বিএনপির বাবলু নাকি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হুরাইরা। এমন প্রশ্নের উত্তর মিলবে আজ।

১৬ জানুয়ারি, শনিবার সকাল ৮ থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে গাংনী পৌরসভা নির্বাচন। ৯ টি ওয়ার্ডের মোট ৯ টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

এ দিকে গাংনী পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হামলা, ভাঙচুর, অস্ত্র ছিনতাইসহ পাল্টা-পাল্টি অভিযোগের মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে প্রচার প্রচারণা। নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন, সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী; ধানের শিষের প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু; হাত পাখা প্রতীক নিয়ে লড়ছেন আবু হুরাইরা ও একমাত্র স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম লড়ছেন জগ প্রতীকে।

তবে আওয়ামী ও স¦তন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছে পৌরবাসী। ক্ষমাতসিন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বাধাঁ দেওয়াসহ নানা ধরনের অভিযোগ এনে সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম জানান, নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিতে আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে, আমার সমর্থকদের হুমকি-ধামকি দেওয়া হচ্ছে। প্রচারণা চলাকালিন গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে সকল অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী বলেন, নির্বাচনে স¦তন্ত্র প্রার্থীর হার নিশ্চিত জেনে তিনি এসব ভুল বকছেন। নিজের লোক দিয়ে নাটক সাজিয়ে অন্যকে দোষারোপ করার চেষ্টা করছেন।

এমন নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে প্রচারণার সময়। এখন অপেক্ষা পৌরপিতার নাম শোনার। সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে আজ সন্ধ্যায় জানা যাবে নতুন মেয়রের নাম।

এদিকে নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা

রক্ষাকারি বাহীনির ততপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে আনসার, বিজিবি, র্যাব, পুলিশ, সাদা পোশাকে পুলিশসহ দ্জুন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাতক্ষণিক অপরাধীকে আইনের আওতায় নেওয়া হবে।

গাংনীর সহগলপুরে কৃষকের তামাক কেটে দেওয়ার অভিযোগ

গাংনীর সহগলপুর গ্রামের সুমন নামের এক ব্যক্তির রাতের আঁধারে ২ বিঘা জমির তামাক কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সকাল সাড়ে আটটায় জমির মালিক সুমন (২৮) খবর পেয়ে জমিতে গিয়ে দেখে তার জমির সমস্ত তামাক গোড়া থেকে হাসুয়া দিয়ে কাটা এবং সে আরেকটি পাশের জমিতে গিয়ে দেখে সেখানেও একই অবস্থা।

এসব দেখে সুমন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ব্যাংকে সুমনের ৭০ হাজার টাকা লোন। একদিকে আনুমানিক ২ লক্ষ টাকার তামাকের টেনশন অন্যদিকে মাথার উপর ঋনের বোঝা। কি করবেন ঠিক পাচ্ছেন না সুমন।

স্থানীয়দের মধ্যে জুয়েল রানা জানান, এমন জঘন্যতম কাজ যারা করেছে তাদের প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছি। সেই সাথে প্রশাসনের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করছি এবং মেহেরপুরের গণ মানুষের নেতা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জন প্রশাসন মন্ত্রনালয় সবসময় এই মেহেরপুরের উন্নয়ন চান, তাই আশা রাখি তিনি এই বিষয়টা দেখবেন।

এ বিষয়ে জামান আলী জানান, এমন নিকৃষ্টতম কাজ যে বা যাহারা করেছেন তাদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

স্থানীয়দের মধ্যে সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এবং এই ঘটনায় সুমনের পরিবার সহ সহগলপুর গ্রামবাসী জমায়েত হয়েছিলেন।

একই মাঠের স্থানীয় চাষীরা জানান, আজ সুমনের তামাক কেটেছে কাল যে আমার গুলো কাটবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? ধারদেনা করে টাকা

খরচ করে আবাদ করি আর সেই আবাদ যদি রাতের আঁধারে হারাতে হয়, তাহলে আমাদের ঋনের বোঝা নিয়ে মরতে হবে।

তাই আমরা চাই এই কাজের সাথে যারা যুক্ত আছে তাদের কঠিন শাস্তির আওতায় আনা হোক। প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ আমাদের ফসলগুলো যেন ঠিক তুলে আনতে পারি সেই ব্যবস্থা করা হোক।

মেহেরপুরে টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় গাঁড়াডোব কাজলা ক্রীড়া আয়োজিত গাঁড়াডোব টি ২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কাজলা ক্রীড়া চক্র এর সহ-সভাপতি আজিজুল হক মাস্টার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ বম্বে ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী ওনার আবুল কালাম।

এসময় তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা মানুষের শরীর ও মনকে সতেজ রাখে। শরীর ভালো থাকলে মন আর মন ভালো থাকলে জীবনে নতুন উদ্যোমে সবকিছুই ভালো লাগে। খেলা হচ্ছে সেই ভালো থাকার খোরাক। গাঁড়াডোব গ্রামের কাজলা ক্রীড়া সংস্থাদের এমন মহৎ উদ্যোগে সত্যি আমি গর্বিত। খেলা শিক্ষার্থীদের মন জগতে আনন্দ উদ্দীপনার খোরাক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করি।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, কাজলা ক্রীড়া চক্র এর সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান খান, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর বিসিবি এর ক্রিকেট কোচ হাসানুজ্জামান হিলন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আতিকুর রহমান, শরিফদ্দিনসহ ৩২ দলের ক্রিকেট অধিনায়ক।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ফয়সাল আহম্মেদ।

গাংনীর সাহারবাটিতে জমিজমা বিরোধে সংঘর্ষ, আহত ৩

গাংনীর সাহারবাটিতে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে উভয় পক্ষের সংঘর্ষে মহিলাসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন- সাহারবাটি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল হোসেন খোকনের ছেলে আরাফাত হোসেন শাহিন (৩৫), হুমাইয়ুনের ছেলে জুয়েল(২৫) ও বাবুর স্ত্রী পলিয়ারা খাতুন(৩৭)।

আহত আরাফাত হোসেন শাহিনের পরিবার জানান, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে প্রতিপক্ষ জুয়েল ও তার লোকজন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সাহারবাটি ফিল্ড পাড়ায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত শাহিনকে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।

শাহিনের পরিবারের অভিযোগ, জুয়েল হোসেন তাদের জমির সীমানা ঘেঁসে পানি পড়নের জায়গা না রেখেই বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করে। এবিষয়ে তাদেরকে পানি পড়নের জায়গা রেখে বাড়ি নির্মাণ কাজ করতে বলা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে শাহিন তার সাহারবাটি চারচারা বাজারস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মোটর সাইকেলে বাড়ি যাচ্ছিলেন।

এসময় সাহারবাটি ফিল্ড পাড়া গ্রামের হুমায়উনের ছেলে জুয়েল, সামছদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর ও রফিকুলসহ তার লোকজন পিছন দিক থেকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

এসময় আরাফাত হোসেন শাহিন মোটরসাইকেল থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলেও লোহার রড দিয়ে শরীরের বিভন্ন স্থানে আঘাত করে। পরে শাহিনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে শাহিনের পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। জরুরী বিভাগের চিকিৎসক জানান, শাহিনের মাথায় আঘাতের কারনে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। অবস্থা দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এবিষয়ে জুয়েল ও তার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, জুয়েল তাদের নিজস্ব জমির ওপর বসতবাড়ি নির্মাণ করছিলেন। বাড়ি নির্মাণের কাজে বাঁধা দেয় শাহিন ও তার লোকজন। একপর্যায়ে শাহিন প্রথমে আমাদের মারধর শুরু করে। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে সংর্ঘষ। এতে জুয়েল ও পলিয়ারা খাতুন আঘাতপ্রাপ্ত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে
গাংনী স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে হামলায় গুরুতর জখম ওয়ার্ড আ. লীগ’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

গাংনী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ানের (৬০) উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় গুরুতর আহত দেওয়ান খোকনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজন বলে জানান চিকিৎসকরা।
আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ান গাংনী ভিটাপাড়ার মৃত রমজান আলী দেওয়ানের ছেলে।

গাংনী হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দেওয়ান খোকনের মাথায় গুরুতর আঘাতের জেরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাথার ভেতরেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আহতের ছেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম-আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান জানান, গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এর পাশে ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলীর নির্বাচনী ক্যাস্পে কয়েকজন বসে ছিলেন।

সেখানে নৌকার বিরুদ্ধে তারা কটাক্ষ করছিল। এর প্রতিবাদ জানান আমার পিতা। এতে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এক পর্যায়ে কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলী ও তার কর্মী মানজেত আলী, মুকুল হোসেন ও জাম্বু মিয়া লোহার রড এবং লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে। মাথায় গুরুতর আঘাতে রক্তাত্ব জখম অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান আব্দুস সোবহান।

হামলার খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গাংনী হাসপাতালে রোগীর খোঁজ নেয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান।

এদিকে দেওয়ান খোকনের শারীরিক খোঁজ নিতে গাংনী হাসপাতালে ছুটে যান জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলী, পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ নেতৃবৃন্দ।

এ বিষয়ে জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক সাংবাদিকদের বলেন, মারধরের শিকার হয়েছেন এবং তার মাথা ফাটানো হয়েছে এটা সত্যি। তবে কি বিষয় নিয়ে এ ঘটনা তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

কথা না বলেই ফসলের ক্ষতি করেছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আইজউদ্দিন জানান, ফসলের ক্ষতি করা জঘন্যতম অপরাধ। দফায় দফায় ফসলের যারা ক্ষতিসাধন করছে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই কথা জানালেন সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল লতিফ।

স্থানীয়রা জানান, ১৯৬০ সালে গ্রামের মরহুম দবীর উদ্দীন আম মোক্তার বলে ১৮ একর জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। সেসময় গ্রামের হাজী এলাহী বক্স ও তার লোকজন ওই জমির কাগজপত্র প্রস্তুত করে কুষ্টিয়া আদালতে একটি মামলা করেন।

শুনানী শেষে এলাহী বক্সের জমির কাগজপত্র ভূয়া প্রমানিত হওয়ায় দবীর উদ্দীনের উপর জমির স্বত্ব ন্যস্ত করেন ও খাজনা প্রদানের আদেশ হয়। পরবর্তীতে খাজনা বাকি হওয়ায় ওই জমির নিলাম ডাকা হয়।

সেসময় মেহেরপুর সদরের উজলপুর গ্রামের হাজি রহিম বক্স ক্রয় করেন ওই সম্পত্তি। পরবর্তীতে ১৮ একর সম্পত্তি খাইরুল ইসলাম ক্রয় করেন। স্থানীয় বর্গা চাষিরা ওই জমি বর্গা নিয়েই একযুগ ধরে ফসল ফলিয়ে আসছেন।

প্রতিপক্ষ মতিয়ার রহমান জানান, যারা অভিযোগ করছে তাদের কোন দলিলপত্র নাই। তাছাড়া আদালতে মামলা চলমান তাই তারা নিজেই ফসলের ক্ষতি করে আমার বা আমার আত্মীয়-স্বজনের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে। এটা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, এ ধরনের কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা হবে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ফসল বিনষ্টের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন করে উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা কৃষি অফিসার কে এম শাহাবুদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি রমজান আলী ও বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, চাকরি জীবি, আইনজীবি, পুলিশ, শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্তিত ছিলেন।

এসময় ভেজাল খাদ্য বিষয়ক প্রামণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

গাংনীতে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১শ পিচ ইয়াবাসহ লিখন মিয়া (২৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। সোমবার সন্ধায় গাংনীর রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক লিখন মিয়া একই গ্রামের আনোয়ার হোসেন এর ছেলে। জেলা

গোয়েন্দা পুলিশের এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাংনীর চর গোয়াল গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১শ পিচ ইয়াবাসহ একজনকে আটক করা হয়।

আটক লিখন মিয়ার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর